ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করলেন

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিনে আগমন করেন এবং শক্তিশালী শত্রুদের সামনেই রুক্মিণীকে অপহরণ করেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ বার্তাবহের কাছ থেকে রুক্মিণীর পত্র পাঠ শোনবার পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন, "আমি অবশ্যই রুক্মিণীর প্রতি আকৃষ্ট এবং তাকে আমার বিবাহ করার বিষয়ে তার ভ্রাতা রুক্মীর বিরোধিতার কথা আমি জানি। তাই ঠিক যেমন মানুষ ঘর্ষণের মাধ্যমে কাঠ থেকে আগুন সৃষ্টি করে, তেমনই সমস্ত অধম রাজাদের চূর্ণবিচূর্ণ করার পর আমি অবশ্যই তাকে অপহরণ করব।" যেহেতু রুক্মিণীর সঙ্গে শিশুপালের বিবাহের অনুষ্ঠান হতে আর মাত্র তিন দিন বাকী ছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ দারুক যাতে তৎক্ষণাৎ তাঁর রথ প্রস্তুত রাখে, তার ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর অবিলম্বে বিদর্ভের উদ্দেশে যাত্রা করে একরাত্রি ব্যাপী পথ অতিক্রম করার পর তিনি সেখানে পৌঁছেছিলেন।

রাজা ভীষ্মক, তাঁর পুত্র রুক্মীর প্রতি স্নেহবন্ধনের ফলে, শিশুপালকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। ভীষ্মক সকল প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন; তিনি নগরীকে বিভিন্নরূপে সুসজ্জিত করেছিলেন এবং প্রধান পথ ও চৌমাথাগুলি ভাল ভাবে পরিমার্জন করেছিলেন। চেদিরাজ দমঘোষও বিদর্ভে উপস্থিত হয়ে তাঁর পুত্রের বিবাহের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু করেছিলেন। রাজা ভীষ্মক তাঁকে যথাযথরূপে অভিনন্দিত করে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আরও অনেক রাজারা, যেমন জরাসন্ধ, শাল্ব ও দন্তবক্রও অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিল। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল শত্রুরা ষড়যন্ত্র করেছিল যে, কৃষ্ণ এসে যদি কন্যা অপহরণ করে, তবে তারা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করবে এবং এইভাবে শিশুপালকে তার বধূ লাভ সম্পর্কে আশ্বস্ত করেছিল। এই সমস্ত পরিকল্পনা শ্রবণ করে শ্রীবলদেব তাঁর সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করে সত্বর কুণ্ডিনপুরে চলে গেলেন।

বিবাহের আগের দিন রাত্রেও হতাশাচ্ছন্ন রুক্মিণী ব্রাহ্মণ অথবা কৃষ্ণ কাউকেই উপস্থিত হতে দেখলেন না। উদ্বেগে, তিনি তাঁর মন্দভাগ্যকে অভিসম্পাত করছিলেন। কিন্তু ঠিক তখনই তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর বামদিক কাঁপছে, যা একটি শুভ লক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়ে তাঁকে অপহরণ করার ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহ, শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন, রুক্মিণীকে তা বর্ণনা করলেন।

যখন রাজা ভীষ্মক শুনলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরাম এসে গিয়েছেন, তখন মহানন্দে বাদ্য সহকারে তাঁদের অভিবাদন জানাবার জন্য এগিয়ে গেলেন। তিনি বিভিন্ন উপহার দিয়ে দুই ভগবানের অর্চনা করলেন এবং তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবার আয়োজন করলেন। এইভাবে রাজা অন্যান্য অসংখ্য রাজকীয় অতিথিদের যেভাবে সম্মানিত করেছিলেন, সেভাবে দুই ভগবানকেও যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন।

বিদর্ভের জনগণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র রুক্মিণীর উপযুক্ত পতি হোক্। তারা প্রার্থনা করল যে, তাদের যেটুকু সঞ্চিত পুণ্য রয়েছে তার শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ যেন রুক্মিণীর পাণি লাভ করেন।

শ্রীমতী রুক্মিণীদেবীর যখন শ্রীঅম্বিকা মন্দির দর্শন করার সময় হল, তখন তিনি বহু রক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে অগ্রসর হলেন। বিগ্রহে প্রণাম নিবেদন করে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে পতি রূপে লাভের অনুমোদনের জন্য প্রার্থনা করলেন। অতঃপর তিনি এক সখীর হাত ধরে অম্বিকা মন্দির ত্যাগ করলেন। তাঁর অবর্ণনীয় সৌন্দর্য দর্শন করে উপস্থিত মহাবীরগণ তাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করল এবং অভিভূত হয়ে ভূমিতে পতিত হল। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য না করা পর্যন্ত ধীরস্থির পদক্ষেপে হাঁটছিলেন। তখন, সকলের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে তাঁর রথে তুলে নিলেন। কোনও সিংহ যেভাবে একদল নেকড়ের মধ্যে তার প্রাপ্য ভাগ কেড়ে নিয়ে থাকে, তেমনিভাবে তিনি সকল বিরোধী রাজাদের বিতারিত করে তাঁর অনুগামী পার্ষদগণের সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন। জরাসন্ধ এবং অন্যান্য রাজারা তাদের পরাজয় ও অসম্মান সহ্য করতে না পেরে, এই পরাজয় যে একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর দ্বারা সিংহের ন্যায্য অধিকার হরণের মতোই ব্যর্থ প্রচেষ্টা, সে কথা বলতে বলতে উচ্চৈস্বরে নিজেদের ধিক্কার দিতে থাকল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বৈদর্ভ্যাঃ স তু সন্দেশং নিশম্য যদুনন্দনঃ ।
প্রগৃহ্য পাণিনা পাণিং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বৈদর্ভ্যাঃ**—বিদর্ভের রাজকন্যার; **সঃ**—তিনি; **তু**—এবং; **সন্দেশম্**—গোপন বার্তা; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **যদুনন্দনঃ**—যদু বংশধর শ্রীকৃষ্ণ; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **পাণিনা**—তাঁর হস্ত দ্বারা; **পাণিম্**—হস্ত (ব্রাহ্মণ বার্তাবহের); **প্রহসন্**—সহাস্যে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বললেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে বৈদর্ভী রাজকন্যার গোপন বার্তা শ্রবণ করে ভগবান যদুনন্দন ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করলেন এবং সহাস্যে তাকে এরূপ বললেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাং চ ন লভে নিশি ।
বেদাহং রুক্মিণা দ্বেষান্মমোদ্বাহো নিবারিতঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **তথা**—একইভাবে; **অহম্**—আমি; **অপি**—ও; **তৎ**—তার প্রতি স্থির; **চিত্তঃ**—আমার মন; **নিদ্রাম্**—নিদ্রা; **চ**—এবং; **ন লভে**—আমি পাই না; **নিশি**—রাত্রিতে; **বেদ**—জানি; **অহম্**—আমি; **রুক্মিণা**—রুক্মী দ্বারা; **দ্বেষাৎ**—বিদ্বেষবশতঃ; **মম**—আমার; **উদ্বাহঃ**—বিবাহ; **নিবারিতঃ**—নিষেধ করছে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—ঠিক যেমন রুক্মিণীর মন আমাতে স্থির হয়ে আছে, আমার মনও তার প্রতি স্থির। এমনকি আমি রাত্রে ঘুমোতে পর্যন্ত পারি না। আমি জানি বিদ্বেষবশতঃ রুক্মী আমাদের বিবাহে নিষেধ করছে।

শ্লোক ৩

তামানয়িষ্য উন্মথ্য রাজন্যাপসদান্মৃধে ।
মৎপরামনবদ্যাঙ্গীমেধসোঽগ্নিশিখামিব ॥ ৩ ॥

তাম্—তাকে; **আনয়িষ্যে**—আমি এখানে আনব; **উন্মথ্য**—মন্থন করে; **রাজন্য**—রাজন্যদের; **অপসদান্**—অনুপযুক্ত সদস্য; **মৃধে**—যুদ্ধে; **মৎ**—আমার প্রতি; **পরাম্**—যে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত; **অনবদ্য**—প্রশ্নাতীত; **অঙ্গীম্**—সুন্দরী; **এধসঃ**—প্রজ্বলিত কাষ্ঠ হতে; **অগ্নি**—অগ্নির; **শিখাম্**—শিখাসমূহ; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

সে নিজেকে সর্বতোভাবে আমার প্রতি সমর্পণ করেছে এবং তার সৌন্দর্য নিষ্কলঙ্ক। যে ভাবে জ্বলন্ত কাঠ থেকে মানুষ অগ্নি শিখা নিয়ে আসে, সেইভাবে যুদ্ধে অকর্মণ্য সকল রাজাদের চূর্ণ করার পর আমি তাকে এখানে নিয়ে আসব।

তাৎপর্য

যখন কাঠের সুপ্ত আগুন জাগ্রত হয় তখন আগুন প্রকাশিত হওয়ার নিয়মে কাঠকে ভস্মীভূত করে আগুন জ্বলে ওঠে। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, রুক্মিণী তাঁর হস্ত ধারণ করার জন্য প্রকাশিত হবেন এবং ফলে অসাধু রাজন্যবর্গ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞার আগুনে ভস্মীভূত হবে।

শ্লোক ৪

শ্রীশুক উবাচ

উদ্বাহর্ক্ষং চ বিজ্ঞায় রুক্মিণ্যা মধুসূদনঃ ।
রথঃ সংযুজ্যতামাশু দারুকেত্যাহ সারথিম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **উদ্বাহ**—বিবাহের; **ঋক্ষম্**—নক্ষত্র (সঠিক পুণ্যক্ষণ ধার্য করার পরিমাপ); **চ**—এবং; **বিজ্ঞায়**—জানতে পেরে; **রুক্মিণ্যাঃ**—রুক্মিণীর; **মধুসূদনঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **রথ**—রথ; **সংযুজ্যতাম্**—প্রস্তুত কর; **আশু**—সত্বর; **দারুক**—হে দারুক; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—তিনি বললেন; **সারথিম্**—তাঁর সারথিকে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান মধুসূদনও রুক্মিণীর বিবাহের সঠিক চান্দ্র মুহূর্ত উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর সারথিকে বললেন, "দারুক, সত্বর আমার রথ প্রস্তুত কর।"

শ্লোক ৫

স চাশ্বৈঃ শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকৈঃ ।
যুক্তং রথমুপানীয় তস্থৌ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ ॥ ৫ ॥

সঃ—সে, দারুক; **চ**—এবং; **অশ্বৈঃ**—অশ্বসহ; **শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহকৈঃ**—শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক; **যুক্তম্**—যুক্ত; **রথম্**—রথ; **উপানীয়**—নিয়ে এসে; **তস্থৌ**—দণ্ডায়মান হল; **প্রাঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলি সহকারে; **অগ্রতঃ**—সামনে।

অনুবাদ

শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে অশ্বগুলিকে যুক্ত করে শ্রীভগবানের রথ দারুক নিয়ে এল। সে তখন কৃতাঞ্জলি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে এসে দাঁড়াল।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রথের অশ্বগুলির বর্ণনাময় এই শ্লোকটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *পদ্মপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত করেছেন—

শৈব্যস্তু শুকপত্রাভঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলেঃ ।
মেঘপুষ্পস্তু মেঘাভঃ পাণ্ডুরোহি বলাহকঃ ॥

"শৈব্য ছিল শুক পাখির ডানার মতো সবুজ, সুগ্রীব স্বর্ণাভ হলুদ, মেঘপুষ্পের বর্ণ ছিল মেঘের মতো এবং বলাহক ছিল শ্বেত বর্ণের।"

শ্লোক ৬

আরুহ্য স্যন্দনং শৌরির্দ্বিজমারোপ্য তূর্ণগৈঃ ।
আনর্তাদেকরাত্রেণ বিদর্ভানগমদ্ধয়ৈঃ ॥ ৬ ॥

আরুহ্য—আরোহণ করে; **স্যন্দনম্**—তাঁর রথ; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দ্বিজম্**—ব্রাহ্মণ; **আরোপ্য**—স্থাপন করে (রথে); **তূর্ণ-গৈঃ**—দ্রুতগামী; **আনর্তাৎ**—আনর্ত নামে অঞ্চল থেকে; **এক**—এক; **রাত্রেণ**—রাত্রে; **বিদর্ভান্**—বিদর্ভরাজ্যে; **অগমৎ**—গমন করলেন; **হয়ৈঃ**—তাঁর অশ্বগণের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান শৌরি রথে আরোহণ করলেন এবং ব্রাহ্মণকেও রথে আরোহণ করালেন। অতঃপর ভগবানের দ্রুতগামী অশ্বগুলি এক রাত্রের মধ্যে তাঁদের আনর্ত অঞ্চল থেকে বিদর্ভে নিয়ে গেল।

শ্লোক ৭

রাজা স কুণ্ডিনপতিঃ পুত্রস্নেহবশানুগঃ ।
শিশুপালায় স্বাং কন্যাং দাস্যন্ কর্মাণ্যকারয়ৎ ॥ ৭ ॥

রাজা—রাজা; **সঃ**—তিনি, ভীষ্মক; **কুণ্ডিন-পতিঃ**—কুণ্ডিনের প্রভু; **পুত্র**—তাঁর পুত্রের; **স্নেহ**—স্নেহের; **বশ**—বশে; **অনুগঃ**—মেনে নিয়ে; **শিশুপালায়**—শিশুপালকে; **স্বাম্**—তাঁর; **কন্যাম্**—কন্যা; **দাস্যন্**—সম্প্রদান করা; **কর্মাণি**—প্রয়োজনীয় কর্তব্যসমূহ; **অকারয়ৎ**—তিনি সম্পাদন করলেন।

অনুবাদ

কুণ্ডিনপতি রাজা ভীষ্মক, তাঁর পুত্রের জন্য স্নেহবশত শিশুপালকে তাঁর কন্যা সম্প্রদানে সম্মত হলেন এবং সকল প্রয়োজনীয় আয়োজন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই বিষয়ে উল্লেখ করছেন যে, শিশুপালকে রাজা ভীষ্মকের তেমন পছন্দ ছিল না, কিন্তু তাঁর পুত্রের প্রতি আসক্তির জন্য তিনি এইভাবে আচরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৮-৯

পুরং সম্মৃষ্টসংসিক্তমার্গরথ্যাচতুষ্পথম্ ।
চিত্রধ্বজপতাকাভিস্তোরণৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৮ ॥
স্রগ্‌গন্ধমাল্যাভরণৈর্বিরজোঽম্বরভূষিতৈঃ ।
জুষ্টং স্ত্রীপুরুষৈঃ শ্রীমদ্‌গৃহৈরগুরুধূপিতৈঃ ॥ ৯ ॥

পুরম্—নগরী; **সম্মৃষ্ট**—ভালভাবে মার্জিত হয়েছিল; **সংসিক্ত**—এবং জল দিয়ে ধোওয়া হয়েছিল; **মার্গ**—প্রধান রাজপথগুলি; **রথ্যা**—বড় রাস্তা; **চতুঃ-পথম্**—এবং চৌমাথাগুলি; **চিত্র**—বিচিত্র; **ধ্বজ**—ধ্বজদণ্ডে; **পতাকাভিঃ**—পতাকা দ্বারা; **তোরণৈঃ**—এবং তোরণ; **সমলঙ্কৃতম্**—সুশোভিত; **স্রক্**—রত্নখচিত কণ্ঠহার দিয়ে; **গন্ধ**—চন্দনপিষ্টকের মতো সুগন্ধি বস্তু; **মাল্য**—ফুলের মালা; **আভরণৈঃ**—এবং অন্যান্য অলঙ্কার; **বিরজঃ**—নির্মল; **অম্বর**—বসনে; **ভূষিতৈঃ**—সুসজ্জিত; **জুষ্টম্**—যুক্ত; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **পুরুষৈঃ**—এবং পুরুষ; **শ্রীমৎ**—ঐশ্বর্যময়; **গৃহৈঃ**—গৃহগুলি; **অগুরু-ধূপিতৈঃ**—অগুরু-ধূপ দ্বারা সুবাসিত।

অনুবাদ

রাজা, প্রধান সড়ক, বাণিজ্য পথ ও রাস্তার চৌমাথাগুলি ভালভাবে মার্জন করালেন ও তারপর জল দিয়ে ধোওয়ালেন এবং বিজয়তোরণ ও ধ্বজ দণ্ডগুলিতে বিভিন্ন রঙের পতাকা লাগিয়ে নগরী সাজিয়েছিলেন। নগরীর স্ত্রী ও পুরুষেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসনে সজ্জিত হয়ে সুগন্ধি চন্দন পিষ্টক অনুলেপন করে মূল্যবান কণ্ঠহার, ফুলমালা ও রত্নখচিত অলঙ্কারাদি পরিধান করেছিল এবং তাদের ঐশ্বর্যময় গৃহগুলি অগুরুর সুগন্ধে ভরে উঠেছিল।

তাৎপর্য

যখন মাটির রাস্তাগুলি জলে ধোওয়া হয়, তখন ধুলো বসে গিয়ে রাস্তাটি মসৃণ ও দৃঢ় হয়। সুন্দরী রুক্মিণী দেবীকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সফল অপহরণের জন্য দৃশ্য সাজিয়ে রাজা ভীষ্মক ভালভাবে মহা-বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

পিতৄন্ দেবান্ সমভ্যর্চ্য বিপ্রাংশ্চ বিধিবন্নৃপ ।
ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং বাচয়ামাস মঙ্গলম্ ॥ ১০ ॥

পিতৄন্—পূর্বপুরুষগণ; **দেবান্**—দেবতাগণ; **সমভ্যর্চ্য**—সম্যকরূপে পূজা করে; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণগণ; **চ**—এবং; **বিধিবৎ**—নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ভোজয়িৎ-বা**—তাঁদের ভোজন করিয়ে; **যথা**—যেমন; **ন্যায়ম্**—ন্যায়; **বাচয়াম্ আস**—তিনি কীর্তন করেছিলেন; **মঙ্গলম্**—পবিত্র মন্ত্রাবলী।

অনুবাদ

হে রাজন, মহারাজ ভীষ্মক পূর্বপুরুষ, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে সম্যকভাবে ভোজন করিয়ে বিধিবৎ তাদের পূজা করলেন। অতঃপর তিনি বধূর কল্যাণের জন্য পরম্পরাগত মন্ত্রাবলী কীর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ১১

সুস্নাতাং সুদতীং কন্যাং কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্ ।
আহতাংশুকযুগ্মেন ভূষিতাং ভূষণোত্তমৈঃ ॥ ১১ ॥

সুস্নাতাম্—যথাযথভাবে স্নান করে; **সুদতীম্**—দাঁত পরিষ্কার করে; **কন্যাম্**—কন্যা; **কৃত**—কর্তব্যাদি সম্পাদন করে; **কৌতুক-মঙ্গলাম্**—মঙ্গলসূত্র বন্ধনের অনুষ্ঠান; **আহত**—অব্যবহৃত; **অংশুক**—বস্ত্রে; **যুগ্মেন**—এক জোড়া; **ভূষিতাম্**—বিভূষিত হয়ে; **ভূষণ**—অলঙ্কার দ্বারা; **উত্তমৈঃ**—উত্তম।

অনুবাদ

বধূ তাঁর দন্ত মার্জন করলেন এবং স্নান করলেন, এরপর তিনি মঙ্গলসূত্র পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি নববস্ত্র পরিধান করে অতি উত্তম অলঙ্কারে বিভূষিতা হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুযায়ী, কেবলমাত্র তাঁতে বোনা নির্মল বস্ত্র মঙ্গল অনুষ্ঠানের সময় পরিধান করা উচিত।

শ্লোক ১২

চক্রুঃ সার্মগ্‌যজুর্মন্ত্রৈর্বধ্বা রক্ষাং দ্বিজোত্তমাঃ ।
পুরোহিতোঽথর্ববিদ্বৈ জুহাব গ্রহশান্তয়ে ॥ ১২ ॥

চক্রুঃ—সম্পাদন করলেন; **সাম-ঋগ্-যজুঃ**—সাম, ঋক্ এবং যজুঃ বেদের; **মন্ত্রৈঃ**—মন্ত্র পাঠ দ্বারা; **বধ্বাঃ**—বধূর; **রক্ষাম্**—রক্ষার জন্য; **দ্বিজ-উত্তমাঃ**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ; **পুরোহিতঃ**—পুরোহিত; **অথর্ববিৎ**—অথর্ববেদের মন্ত্রে দক্ষ; **বৈ**—বস্তুত; **জুহাব**—হোম করলেন; **গ্রহ**—নিয়ন্ত্রণকারী গ্রহগুলির; **শান্তয়ে**—শান্ত করার জন্য।

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বধূর সুরক্ষার জন্য ঋক্, সাম ও যজুঃ বেদ থেকে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন এবং অথর্ববেদজ্ঞ পুরোহিত গ্রহশান্তির জন্য হোম করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, *অথর্ব বেদ* কখনও কখনও কুপিত গ্রহকে শান্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

শ্লোক ১৩

হিরণ্যরূপ্যবাসাংসি তিলাংশ্চ গুড়মিশ্রিতান্ ।
প্রাদাদ্ধেনূশ্চ বিপ্রেভ্যো রাজা বিধিবিদাং বরঃ ॥ ১৩ ॥

হিরণ্য—স্বর্ণ; **রূপ্য**—রৌপ্য; **বাসাংসি**—এবং বসন; **তিলান্**—তিল; **চ**—এবং; **গুড়**—গুড় দ্বারা; **মিশ্রিতান্**—মিশ্রিত; **প্রাদাৎ**—দান করেছিলেন; **ধেনূঃ**—গাভীসমূহ; **চ**—ও; **বিপ্রেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণগণকে; **রাজা**—রাজা ভীষ্মক; **বিধি**—বিধি; **বিদাম্**—জ্ঞাত; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ বিধিজ্ঞ রাজা ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গুড়মিশ্রিত তিলরাশি এবং গাভীসমূহ দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

এবং চেদিপতী রাজা দমঘোষঃ সুতায় বৈ ।
কারয়ামাস মন্ত্রজ্ঞৈঃ সর্বমভ্যুদয়োচিতম্ ॥ ১৪ ॥

এবম্—সেই একইভাবে; **চেদি-পতিঃ**—চেদিরাজ; **রাজা দমঘোষঃ**—রাজা দমঘোষ; **সুতায়**—তাঁর পুত্রের (শিশুপাল) জন্য; **বৈ**—বস্তুত; **কারয়াম্ আস**—করেছিলেন; **মন্ত্রজ্ঞৈঃ**—মন্ত্রজ্ঞ দ্বারা; **সর্বম্**—সকল; **অভ্যুদয়**—তাঁর সমৃদ্ধির জন্য; **উচিতম্**—উচিত।

অনুবাদ

চেদিরাজ রাজা দমঘোষও তাঁর পুত্রের নিশ্চিত সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল আচার সম্পাদন করার জন্য মন্ত্র উচ্চারণে দক্ষ ব্রাহ্মণদের নিয়োজিত করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

মদচ্যুদ্ভির্গজানীকৈঃ স্যন্দনৈর্হেমমালিভিঃ ।
পত্ত্যশ্বসঙ্কুলৈঃ সৈন্যৈঃ পরীতঃ কুণ্ডিনং যযৌ ॥ ১৫ ॥

মদ—কপাল হতে ক্ষরিত তরল; **চ্যুদ্ভিঃ**—স্রাবিত; **গজ**—হস্তীর; **অনীকৈঃ**—দল যুক্ত; **স্যন্দনৈঃ**—রথ দ্বারা; **হেম**—স্বর্ণ; **মালিভিঃ**—মাল্য দ্বারা সুশোভিত; **পত্তি**—পদাতিক বাহিনী দ্বারা; **অশ্ব**—এবং অশ্বসমূহ; **সঙ্কুলৈঃ**—সঙ্কুল; **সৈন্যৈঃ**—সৈন্যবাহিনী দ্বারা; **পরীতঃ**—পরিবৃত; **কুণ্ডিনম্**—ভীষ্মকের রাজধানী কুণ্ডিনে; **যযৌ**—তিনি গমন করলেন।

অনুবাদ

রাজা দমঘোষ মদস্রাবিত হস্তীবাহিনী, সুবর্ণমাল্যভূষিত রথসমূহ এবং অসংখ্য অশ্বারোহী সেনা ও পদাতিক সৈন্য সমন্বিত হয়ে কুণ্ডিনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১৬

তং বৈ বিদর্ভাধিপতিঃ সমভ্যেত্যাভিপূজ্য চ ।
নিবেশয়ামাস মুদা কল্পিতান্যনিবেশনে ॥ ১৬ ॥

তম্—তাঁকে, রাজা দমঘোষকে; **বৈ**—বস্তুত; **বিদর্ভ-অধিপতিঃ**—বিদর্ভের অধিপতি, ভীষ্মক; **সমভ্যেত্য**—মিলিত হবার জন্য অগ্রসর হয়ে; **অভিপূজ্য**—সম্মানিত করে; **চ**—এবং; **নিবেশয়াম্ আস**—তাঁকে প্রবেশ করালেন; **মুদা**—আনন্দের সঙ্গে; **কল্পিত**—নির্মিত; **অন্য**—বিশেষ; **নিবেশনে**—বাসস্থানে।

অনুবাদ

বিদর্ভরাজ ভীষ্মক নগর হতে নির্গত হয়ে রাজা দমঘোষকে শ্রদ্ধার নানা প্রতীক নিবেদন করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। ভীষ্মক তখন এই অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি বাসগৃহে দমঘোষকে থাকতে দিলেন।

শ্লোক ১৭

তত্র শাল্বো জরাসন্ধো দন্তবক্রো বিদূরথঃ ।
আজগ্মুশ্চৈদ্যপক্ষীয়াঃ পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭ ॥

তত্র—সেখানে; **শাল্বঃ জরাসন্ধঃ দন্তবক্রঃ বিদূরথঃ**—শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র ও বিদূরথ; **আজগ্মুঃ**—এসেছিলেন; **চৈদ্য**—শিশুপালের; **পক্ষীয়াঃ**—পক্ষ গ্রহণ করে; **পৌণ্ড্রক**—পৌণ্ড্রক; **আদ্যাঃ**—ও অন্যান্যরা; **সহস্রশঃ**—সহস্র সহস্র।

অনুবাদ

সেখানে শিশুপালের পক্ষভুক্ত শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ ও পৌণ্ড্রক সহ অন্যান্য সহস্র রাজারা সকলেই এসেছিলেন।

তাৎপর্য

যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা অবিলম্বে এই শ্লোকে প্রদত্ত নামগুলি চিনতে পারবেন। এখানে উল্লেখিত রাজারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর শত্রুতা পোষণ করতেন এবং কোন না কোনভাবে তাঁর বিরোধিতা করতেন। কিন্তু শিশুপালের আসন্ন বিবাহ অনুষ্ঠানে তাদের সকলকেই পরাজিত ও বিধ্বস্ত হতে হবে।

শ্লোক ১৮-১৯

কৃষ্ণরামদ্বিষো যত্তাঃ কন্যাং চৈদ্যায় সাধিতুম্ ।
যদ্যাগত্য হরেৎ কৃষ্ণো রামাদ্যৈর্যদুভির্বৃতঃ ॥ ১৮ ॥
যোৎস্যামঃ সংহতাস্তেন ইতি নিশ্চিতমানসাঃ ।
আজগ্মুর্ভূভুজঃ সর্বে সমগ্রবলবাহনাঃ ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণ-রাম-দ্বিষঃ—যারা কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ; **যত্তাঃ**—প্রস্তুত; **কন্যাম্**—কন্যা; **চৈদ্যায়**—শিশুপালের জন্য; **সাধিতুম্**—রক্ষা করার জন্য; **যদি**—যদি; **আগত্য**—আগমন করে; **হরেৎ**—হরণ করে; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **রাম**—বলরাম দ্বারা; **আদ্যৈঃ**—এবং অন্যান্য; **যদুভিঃ**—যদুগণ; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **যোৎস্যামঃ**—আমরা যুদ্ধ করব; **সংহতাঃ**—সকলে সম্মিলিত হয়ে; **তেন**—তাঁর সঙ্গে; **ইতি**—এইভাবে; **নিশ্চিত-মানসাঃ**—সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; **আজগ্মুঃ**—এসেছিল; **ভূ-ভুজঃ**—রাজাগণ; **সর্বে**—সকলে; **সমগ্র**—সম্পূর্ণ; **বল**—সৈন্যবল দ্বারা; **বাহনাঃ**—এবং বাহনগুলি।

অনুবাদ

শিশুপালের জন্য বধূকে নিশ্চিত করতে কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ রাজারা নিজেদের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, "যদি কৃষ্ণ বলরাম ও অন্যান্য যদুগণের সঙ্গে বধূকে হরণ করতে আসে, তবে আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করব।" এইভাবে সেই সমস্ত বিদ্বেষপরায়ণ রাজারা তাদের সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও সমরসজ্জা নিয়ে বিবাহ স্থলে গেলেন।

তাৎপর্য

সংহতাঃ শব্দটি যা সাধারণত 'একত্রে দৃঢ়রূপে বন্ধন' বোঝায় 'সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত' বা 'নিহত' বোঝাতেও পারে। তাই যদিও শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরা ভেবেছিল যে, তারা দৃঢ় একতাবদ্ধ—পূর্বোক্ত *সংহতাঃ* অর্থানুযায়ী—তারা কখনই সফলভাবে পরমেশ্বর ভগবানের বিরোধিতা করতে পারেনি এবং ঘটনাচক্রে *সংহতাঃ* শব্দটির অন্য অর্থে তারা আহত এবং নিহত হয়েছিল।

শ্লোক ২০-২১

শ্রুত্বৈতদ্ ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্ ।
কৃষ্ণং চৈকং গতং হর্তুং কন্যাং কলহশঙ্কিতঃ ॥ ২০ ॥
বলেন মহতা সার্ধং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ ।
ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রাগাদ্ গজাশ্বরথপত্তিভিঃ ॥ ২১ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **এতৎ**—এই; **ভগবান্ রামঃ**—শ্রীবলরাম; **বিপক্ষীয়**—শত্রুভাবাপন্ন; **নৃপ**—রাজাদের; **উদ্যমম্**—প্রস্তুতি; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং; **একম্**—একা; **গতম্**—গত; **হর্তুম্**—হরণ করতে; **কন্যাম্**—কন্যা; **কলহ**—যুদ্ধ; **শঙ্কিতঃ**—ভয়ে; **বলেন**—বাহিনী; **মহতা**—বলশালী; **সার্ধম্**—সহকারে; **ভ্রাতৃ**—তাঁর ভ্রাতার জন্য; **স্নেহ**—স্নেহে; **পরিপ্লুতঃ**—আপ্লুত; **ত্বরিতঃ**—দ্রুত; **কুণ্ডিনম্**—কুণ্ডিনে; **প্রাগাৎ**—গমন করলেন; **গজ**—হাতীগুলি নিয়ে; **অশ্ব**—অশ্বগুলি; **রথ**—রথগুলি; **পত্তিভিঃ**—এবং পদাতিক বাহিনী।

অনুবাদ

যখন শ্রীবলরাম শত্রুভাবাপন্ন রাজাদের এই সকল প্রস্তুতি ও শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে একা বধূকে হরণ করার জন্য যাত্রা করেছেন, তা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি নিশ্চিত একটি যুদ্ধের কথা ভেবে শঙ্কিত হলেন। তাঁর ভ্রাতার জন্য স্নেহে আপ্লুত তিনি সত্বর গজারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক বাহিনী সমন্বিত এক বলশালী সৈন্যবাহিনী সহ কুণ্ডিনে গমন করলেন।

শ্লোক ২২

ভীষ্মকন্যা বরারোহা কাঙ্ক্ষন্ত্যাগমনং হরেঃ ।
প্রত্যাপত্তিমপশ্যন্তী দ্বিজস্যাচিন্তয়ত্তদা ॥ ২২ ॥

ভীষ্ম-কন্যা—ভীষ্মকের কন্যা; **বর-আরোহা**—সুন্দর নিতম্বিনী; **কাঙ্ক্ষন্তী**—অপেক্ষা করছিলেন; **আগমনম্**—আগমন; **হরেঃ**—কৃষ্ণের; **প্রত্যাপত্তিম্**—প্রত্যাবর্তন; **অপশ্যন্তী**—দর্শন না করে; **দ্বিজস্য**—ব্রাহ্মণের; **অচিন্তয়ৎ**—ভাবলেন; **তদা**—তখন।

অনুবাদ

ভীষ্মকের সুন্দরী কন্যা উদ্বিগ্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ব্রাহ্মণকে ফিরে আসতে দেখলেন না, তখন তিনি এইভাবে ভাবলেন।

শ্লোক ২৩

অহো ত্রিযামান্তরিত উদ্বাহো মেঽল্পরাধসঃ ।
নাগচ্ছত্যরবিন্দাক্ষো নাহং বেদ্ম্যত্র কারণম্ ।
সোঽপি নাবর্ততেঽদ্যাপি মৎসন্দেশহরো দ্বিজঃ ॥ ২৩ ॥

অহো—হায়; **ত্রি-যাম**—তিন যাম (নয় ঘণ্টা) অর্থাৎ রাত্রি; **অন্তরিতঃ**—শেষ হলে; **উদ্বাহঃ**—বিবাহ; **মে**—আমার; **অল্প**—অল্প; **রাধসঃ**—যার সৌভাগ্য; **ন আগচ্ছতি**—আগমন করলেন না; **অরবিন্দ-অক্ষঃ**—কমলনয়ন কৃষ্ণ; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **বেদ্মি**—জানি; **অত্র**—এই জন্য; **কারণম্**—কারণ; **সঃ**—তিনি; **অপি**—ও; **ন আবর্ততে**—প্রত্যাবর্তন করলেন না; **অদ্য অপি**—এখনও পর্যন্ত; **মৎ**—আমার; **সন্দেশ**—বার্তার; **হরঃ**—বহনকারী; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

[রাজকুমারী রুক্মিণী ভাবলেন—] হায়, রাত্রি শেষ হলে আমার বিবাহ হবে! আমি কত ভাগ্যহীন! কমলনয়ন কৃষ্ণ আগমন করলেন না। আমি জানি না, কেন। এমনকি ব্রাহ্মণ বার্তাবহও এখনও ফিরে এলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী দ্বারা প্রতিপন্নিত এবং এই শ্লোক হতে এটি স্পষ্ট যে বর্তমান দৃশ্যটি সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘটেছিল।

শ্লোক ২৪

অপি ময্যনবদ্যাত্মা দৃষ্ট্বা কিঞ্চিজ্জুগুপ্সিতম্ ।
মৎপাণিগ্রহণে নূনং নায়াতি হি কৃতোদ্যমঃ ॥ ২৪ ॥

অপি—সম্ভবত; **ময়ি**—আমাকে; **অনবদ্য**—দোষহীন; **আত্মা**—যাঁর দেহ ও মন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **কিঞ্চিৎ**—অল্পকিছু; **জুগুপ্সিতম্**—ধৃষ্টতা; **মৎ**—আমার; **পাণি**—হস্ত; **গ্রহণে**—ধারণ করার জন্য; **নূনম্**—বস্তুত; **ন আয়াতি**—আসছেন না; **হি**—নিশ্চয়ই; **কৃত-উদ্যমঃ**—উদ্‌যোগ করেও।

অনুবাদ

সম্ভবত অনিন্দ্য ভগবান, এখানে আগমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেও আমার মধ্যে কোন ধৃষ্টতা দর্শন করেছেন আর তাই আমার পাণি গ্রহণ করতে আসছেন না।

তাৎপর্য

রাজকন্যা রুক্মিণী তাঁকে অপহরণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে সাহসিকতার সঙ্গে আহ্বান করেছিলেন। রুক্মিণী যখন তাঁকে আসতে দেখলেন না, তখন স্বভাবতই তিনি আশঙ্কিত হলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবত তাঁর মধ্যে, গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোনও লক্ষণ দেখে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখানে যেমন ব্যক্ত হয়েছে যে, ভগবান *অনবদ্য*, দোষহীন এবং যদি তিনি রুক্মিণীর মধ্যে কোন দোষ দেখে থাকেন, তবে রুক্মিণী তাঁর পক্ষে বিবাহের অনুপযুক্ত কন্যাই হবেন। কোনও যুবতী রাজকন্যার এই ধরনের উদ্বেগাকুল ভাবনা স্বাভাবিক। তা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিকই যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, তা হলে সেই সংবাদ এনে দিলে স্বভাবত রুক্মিণীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে ব্রাহ্মণের পক্ষে দুশ্চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ফিরে না আসার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৫

দুর্ভগায়া ন মে ধাতা নানুকূলো মহেশ্বরঃ ।
দেবী বা বিমুখী গৌরী রুদ্রাণী গিরিজা সতী ॥ ২৫ ॥

দুর্ভগায়াঃ—যে দুর্ভাগিনী; **ন**—না; **মে**—আমার প্রতি; **ধাতা**—স্রষ্টা (ব্রহ্মা); **ন**—না; **অনুকূলঃ**—অনুকূল; **মহা-ঈশ্বরঃ**—দেবাদিদেব শিব; **দেবী**—দেবী (তাঁর পত্নী); **বা**—বা; **বিমুখী**—বিমুখ হয়েছেন; **গৌরী**—গৌরী; **রুদ্রাণী**—রুদ্রের স্ত্রী; **গিরিজা**—হিমালয়ের পালিতা কন্যা; **সতী**—সতী, যিনি তাঁর পূর্বজীবনে দক্ষের কন্যারূপে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

আমি অত্যন্ত দুর্ভাগিনী, কারণ স্রষ্টা ব্রহ্মা কিম্বা দেবাদিদেব শিব আমার প্রতি অনুকূল নন। অথবা সম্ভবত শিবের পত্নী দেবী, যিনি গৌরী, রুদ্রাণী, গিরিজা এবং সতী নামেও পরিচিতা, তিনি আমার প্রতি বিমুখ হয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, রুক্মিণী হয়ত ভেবেছিলেন, "যদিও বা কৃষ্ণ আসতে চেয়েছিলেন, আমার প্রতি অসন্তুষ্ট স্রষ্টা ব্রহ্মা দ্বারা তিনি হয়ত পথিমধ্যে নিবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু কেন ব্রহ্মা আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন? সম্ভবত

ইনি মহেশ্বর, শিব হবেন, যাঁকে আমি কোন অনুষ্ঠানে যথাযথরূপে পূজা করিনি, তাই তিনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তিনি তো মহেশ্বর, পরম নিয়ন্ত্রক, তা হলে তিনি কেন আমার মতো এক তুচ্ছ ও বুদ্ধিহীন বালিকার উপর রাগ করবেন?

"সম্ভবত ইনি শিবের পত্নী গৌরীদেবী হবেন, যিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, যদিও আমি তাঁকে প্রতিদিন অর্চনা করি। হায়, হায়, আমি কিভাবে তাঁর প্রতি অপরাধ করলাম যে, তিনি আমার প্রতি বিমুখ হলেন? কিন্তু শেষ পর্যন্ত, তিনি রুদ্রাণী, রুদ্রের পত্নী এবং তাঁর এই নামটির অর্থ 'যিনি সকলকে কাঁদান'। তাই সম্ভবত তিনি ও শিব আমাকে কাঁদাতে চান। কিন্তু আমার জীবন পরিত্যাগ করার মতো আমাকে দুঃখী হতে দেখেও, তাঁরা কেন তাঁদের মনোভাব এতটুকু নম্র করছেন না? এর কারণ নিশ্চয়ই সেই দেবী গিরিজা, যিনি পালিতা কন্যা, তাই তাঁর কেন কোমল হৃদয় হবে? তাঁর সতীরূপ আবির্ভাবে তিনি তাঁর দেহ পরিত্যাগ করেছিলেন, তাই সম্ভবত তিনি এখন চান যে, আমিও আমার দেহ পরিত্যাগ করি।"

এইভাবে কাব্যিক সংবেদন অনুভবের দ্বারা আচার্য এই শ্লোকে ব্যবহৃত বিভিন্ন নামগুলির ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ২৬

এবং চিন্তয়তী বালা গোবিন্দহৃতমানসা ।
ন্যমীলয়ত কালজ্ঞা নেত্রে চাশ্রুকলাকুলে ॥ ২৬ ॥

এবম্—এই রকম; **চিন্তয়তী**—চিন্তা করে; **বালা**—বালিকা; **গোবিন্দ**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **হৃত**—অপহৃত; **মানসা**—যাঁর মন; **ন্যমীলয়ত**—তিনি বন্ধ করলেন; **কাল**—সময়; **জ্ঞা**—জ্ঞান করে; **নেত্রে**—তাঁর দু'চোখ; **চ**—এবং; **অশ্রুকলা**—অশ্রু দ্বারা; **আকুলে**—আকুল।

অনুবাদ

এইভাবে ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণের দ্বারা হৃতচিত্তা সেই বালিকা, 'এখনও সময় রয়েছে' মনে করে, তাঁর অশ্রুপূর্ণ নয়ন দুখানি মুদিত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *কাল-জ্ঞা* শব্দটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন—"[রুক্মিণী ভাবলেন], 'এখনও গোবিন্দের আগমনের উপযুক্ত সময় হয়নি', এবং এইভাবে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেন।"

শ্লোক ২৭

এবং বধ্বাঃ প্রতীক্ষন্ত্যা গোবিন্দাগমনং নৃপ ।
বাম উরুর্ভুজো নেত্রমস্ফুরন্ প্রিয়ভাষিণঃ ॥ ২৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **বধ্বাঃ**—বধূ; **প্রতীক্ষন্ত্যাঃ**—প্রতীক্ষা করলে; **গোবিন্দ-আগমনম্**—শ্রীকৃষ্ণের আগমনের; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **বামঃ**—বাম দিকের; **উরুঃ**—তাঁর উরু; **ভুজঃ**—বাহু; **নেত্রম্**—এবং চক্ষু; **অস্ফুরন্**—স্পন্দিত হল; **প্রিয়**—আকাঙ্ক্ষিত কিছু; **ভাষিণঃ**—পূর্বাভাস দিতে লাগল।

অনুবাদ

হে রাজন, বধূ এইভাবে গোবিন্দের আগমনের প্রতীক্ষা করলে, তিনি তাঁর বাম উরু, বাহু ও নেত্রে স্পন্দন অনুভব করলেন। আকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটবার এটি ছিল একটি লক্ষণ।

শ্লোক ২৮

অথ কৃষ্ণবিনির্দিষ্টঃ স এব দ্বিজসত্তমঃ ।
অন্তঃপুরচরীং দেবীং রাজপুত্রীং দদর্শ হ ॥ ২৮ ॥

অথ—অতঃপর; **কৃষ্ণ-বিনির্দিষ্টঃ**—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা আদিষ্ট হয়ে; **সঃ**—সেই; **এব**—নির্দিষ্ট; **দ্বিজ**—জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণের; **সৎ-তমঃ**—অত্যন্ত শুদ্ধ; **অন্তঃ-পুর**—অন্তপুর মধ্যে; **চরীম্**—অবস্থানকারী; **দেবীম্**—দেবী, রুক্মিণী; **রাজ**—রাজার; **পুত্রীম্**—কন্যা; **দদর্শ হ**—দর্শন করলেন।

অনুবাদ

ঠিক তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানময় সেই ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মতো, প্রাসাদের অন্তঃপুরের মধ্যে দিব্য রাজকন্যা রুক্মিণীকে দর্শন করার জন্য এলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী, শ্রীকৃষ্ণ নগরীর বাইরের একটি উদ্যানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং রুক্মিণীর জন্য ভাবনাবশত তিনি তাঁর আগমনের কথা তাঁকে বলতে, ব্রাহ্মণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

সা তং প্রহৃষ্টবদনমব্যগ্রাত্মগতিং সতী ।
আলক্ষ্য লক্ষণাভিজ্ঞা সমপৃচ্ছচ্ছুচিস্মিতা ॥ ২৯ ॥

সা—তিনি; **তম্**—তাঁকে; **প্রহৃষ্ট**—আনন্দে পূর্ণ; **বদনম্**—যাঁর মুখ; **অব্যগ্র**—অচঞ্চল; **আত্ম**—যাঁর দেহের; **গতিম্**—গতি; **সতী**—সতী; **আলক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **লক্ষণ**—লক্ষণসমূহ; **অভিজ্ঞা**—অভিজ্ঞা; **সমপৃচ্ছৎ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **শুচি**—শুদ্ধ; **স্মিতা**—হাস্য সহকারে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের প্রফুল্ল মুখ ও শান্ত গতি লক্ষ্য করে এরকম লক্ষণসমূহের অভিজ্ঞ বর্ণনাকারী সতী রুক্মিণী শুদ্ধ হাস্য সহকারে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৩০

তস্যা আবেদয়ৎ প্রাপ্তং শশংস যদুনন্দনম্ ।
উক্তং চ সত্যবচনমাত্মোপনয়নং প্রতি ॥ ৩০ ॥

তস্যাঃ—তাঁর নিকট; **আবেদয়ৎ**—তিনি নিবেদন করলেন; **প্রাপ্তম্**—উপস্থিত হয়েছেন; **শশংস**—তিনি বর্ণনা করলেন; **যদু-নন্দনম্**—যদুগণের পুত্র কৃষ্ণ; **উক্তম্**—তিনি যা বলেছেন; **চ**—এবং; **সত্য**—প্রতিশ্রুতির; **বচনম্**—কথাবার্তা; **আত্ম**—তাঁর সঙ্গে; **উপনয়নম্**—তাঁর বিবাহ; **প্রতি**—বিষয়ে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে ভগবান যদুনন্দনের আগমনের কথা ঘোষণা করলেন এবং তাঁকে বিবাহ করার জন্য ভগবানের প্রতিশ্রুতি বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৩১

তমাগতং সমাজ্ঞায় বৈদর্ভী হৃষ্টমানসা ।
ন পশ্যন্তী ব্রাহ্মণায় প্রিয়মন্যন্ননাম সা ॥ ৩১ ॥

তম্—তাঁর, কৃষ্ণের; **আগতম্**—আগমনে; **সমাজ্ঞায়**—সম্যক্‌রূপে অবগত হয়ে; **বৈদর্ভী**—রুক্মিণী; **হৃষ্ট**—প্রফুল্ল; **মানসা**—তাঁর হৃদয়; **ন পশ্যন্তী**—দর্শন না করে; **ব্রাহ্মণায়**—ব্রাহ্মণকে; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **অন্যৎ**—আর কোনকিছু; **ননাম**—প্রণাম নিবেদন করলেন; **সা**—তিনি।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্তা অবগত হয়ে রাজকন্যা বৈদর্ভী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। হাতের কাছে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করার মতো উপযুক্ত কিছু না পেয়ে, তিনি কেবলমাত্র তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৩২

প্রাপ্তৌ শ্রুত্বা স্বদুহিতুরুদ্বাহপ্রেক্ষণোৎসুকৌ ।
অভ্যয়াত্তূর্যঘোষেণ রামকৃষ্ণৌ সমর্হণৈঃ ॥ ৩২ ॥

প্রাপ্তৌ—আগমন করেছেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **স্ব**—তাঁর; **দুহিতুঃ**—কন্যার; **উদ্বাহ**—বিবাহ; **প্রেক্ষণ**—প্রত্যক্ষ করার জন্য; **উৎসুকৌ**—আগ্রহী; **অভ্যয়াৎ**—তিনি অভ্যর্থনার জন্য গমন করলেন; **তূর্য**—বাদ্যযন্ত্রের; **ঘোষেণ**—নিনাদ দ্বারা; **রাম-কৃষ্ণৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণকে; **সমর্হণৈঃ**—প্রচুর অর্ঘ্য দ্বারা।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম আগমন করেছেন এবং তাঁর কন্যার বিবাহ প্রত্যক্ষ করতে উৎসুক হয়েছেন, তা শ্রবণ করে রাজা প্রচুর অর্ঘ ও নিনাদিত বাদ্য দ্বারা তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য গমন করলেন।

শ্লোক ৩৩

মধুপর্কমুপানীয় বাসাংসি বিরজাংসি সঃ ।
উপায়নান্যভীষ্টানি বিধিবৎ সমপূজয়ৎ ॥ ৩৩ ॥

মধু-পর্কম্—দুধ ও মধুর ঐতিহ্যগত মিশ্রণ; **উপানীয়**—বহন করে; **বাসাংসি**—বস্ত্রসম্ভার; **বিরজাংসি**—অমলিন; **সঃ**—তিনি; **উপায়নানি**—উপহার সামগ্রী; **অভীষ্টানি**—আকাঙ্ক্ষিত; **বিধি-বৎ**—শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে; **সমপূজয়ৎ**—অর্চনা সম্পাদন করলেন।

অনুবাদ

তাঁদের মধুপর্ক, নববস্ত্র ও অন্যান্য অভীষ্ট উপহার সামগ্রী নিবেদন করে যথাযোগ্য বিধি অনুসারে তিনি তাঁদের অর্চনা করলেন।

শ্লোক ৩৪

তয়োর্নিবেশনং শ্রীমদুপাকল্প্য মহামতিঃ ।
সসৈন্যয়োঃ সানুগয়োরাতিথ্যং বিদধে যথা ॥ ৩৪ ॥

তয়োঃ—তাঁদের জন্য; **নিবেশনম্**—বাসস্থান; **শ্রীমৎ**—ঐশ্বর্য; **উপাকল্প্য**—ব্যবস্থা করে; **মহা-মতিঃ**—মহামতি; **স**—সঙ্গে; **সৈন্যয়োঃ**—তাঁদের সৈন্যগণ; **স**—সহ; **অনুগয়োঃ**—তাঁদের নিজ পার্ষদগণ; **আতিথ্যম্**—আতিথ্য; **বিদধে**—তিনি প্রদান করলেন; **যথা**—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

মহামতি রাজা ভীষ্মক দুই ভগবানের জন্য এবং তাঁদের সৈন্যবাহিনী ও পার্ষদগণের জন্য ঐশ্বর্যময় বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের যথাযথ আতিথ্য প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

এবং রাজ্ঞাং সমেতানাং যথাবীর্যং যথাবয়ঃ ।
যথাবলং যথাবিত্তং সর্বৈঃ কামৈঃ সমর্হয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **সমেতানাম্**—সমবেত; **যথা**—অনুসারে; **বীর্যম্**—তাঁদের প্রভাব; **যথা**—অনুসারে; **বয়ঃ**—তাঁদের বয়স; **যথা**—অনুসারে; **বলম্**—তাঁদের বল; **যথা**—অনুসারে; **বিত্তম্**—তাঁদের বিত্ত; **সর্বৈঃ**—সকল দ্বারা; **কামৈঃ**—কাম্য বস্তু; **সমর্হয়ৎ**—তিনি তাঁদের সম্মানিত করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে রাজা ভীষ্মক সেই অনুষ্ঠানে সমবেত রাজাদের সকল প্রকার কাম্য বস্তু প্রদান করে তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাব, বয়স, দৈহিক বল ও বিত্ত অনুসারে সম্মানিত করলেন।

শ্লোক ৩৬

কৃষ্ণমাগতমাকর্ণ্য বিদর্ভপুরবাসিনঃ ।
আগত্য নেত্রাঞ্জলিভিঃ পপুস্তন্মুখপঙ্কজম্ ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ; **আগতম্**—আগমন করেছেন; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **বিদর্ভপুর**—বিদর্ভের রাজধানী নগরীর; **বাসিনঃ**—বাসিন্দাগণ; **আগত্য**—আগমন করে; **নেত্র**—তাঁদের দু'চোখের; **অঞ্জলিভিঃ**—অঞ্জলি দ্বারা; **পপুঃ**—তাঁরা পান করেছিল; **তৎ**—তাঁর; **মুখ**—মুখ; **পঙ্কজম্**—পদ্ম।

অনুবাদ

যখন বিদর্ভপুরের বাসিন্দাগণ শুনলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আগমন করেছেন, তাঁরা তখন সকলে তাঁকে দর্শনের জন্য গমন করলেন। তাঁদের নেত্রাঞ্জলি দ্বারা তাঁরা তাঁর মুখপদ্মের মধু পান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

অস্যৈব ভার্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরা ।
অসাবপ্যনবদ্যাত্মা ভৈষ্ম্যাঃ সমুচিতঃ পতিঃ ॥ ৩৭ ॥

অস্য—তাঁর জন্য; **এব**—একমাত্র; **ভার্যা**—পত্নী; **ভবিতুম্**—হবে; **রুক্মিণী**—রুক্মিণী; **অর্হতি**—যোগ্য; **ন অপরা**—অন্য কেউ নয়; **অসৌ**—তিনি; **অপি**—ও; **অনবদ্য**—নির্মল; **আত্মা**—যাঁর দৈহিক রূপ; **ভৈষ্ম্যাঃ**—ভীষ্মকের কন্যার জন্য; **সমুচিতঃ**—পরম উপযুক্ত; **পতিঃ**—পতি।

অনুবাদ

[নগরবাসীরা বললেন—] রুক্মিণী ছাড়া অন্য কেউই তাঁর পত্নী হওয়ার যোগ্য নয় এবং এরূপ নির্মল সৌন্দর্যের অধিকারী তিনিও রাজকন্যা ভৈষ্মীর জন্য একমাত্র উপযুক্ত পতি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, এই শ্লোকটি বিভিন্ন নাগরিকের বক্তব্যের সংমিশ্রণ। কেউ উল্লেখ করেছিলেন যে, রুক্মিণী ছিলেন কৃষ্ণের উপযুক্ত পত্নী, অন্যেরা বললেন যে, অন্য আর কেউ উপযুক্ত ছিলেন না। তেমনই, কেউ উল্লেখ করেছিলেন যে, কৃষ্ণ ছিলেন রুক্মিণীর জন্য পরম উপযুক্ত এবং অন্যেরা বলেছিলেন যে, অন্য আর কেউ তাঁর উপযুক্ত পতি হতে পারে না।

শ্লোক ৩৮

কিঞ্চিৎ সুচরিতং যন্নস্তেন তুষ্টস্ত্রিলোককৃৎ ।
অনুগৃহ্ণাতু গৃহ্ণাতু বৈদর্ভ্যাঃ পাণিমচ্যুতঃ ॥ ৩৮ ॥

কিঞ্চিৎ—সামান্য; **সুচরিতম্**—পুণ্য কর্ম; **যৎ**—যা কিছু; **নঃ**—আমাদের; **তেন**—তা দ্বারা; **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **ত্রিলোক**—ত্রি-জগতের; **কৃৎ**—স্রষ্টা; **অনুগৃহ্ণাতু**—অনুগ্রহ করে; **গৃহ্ণাতু**—যেন গ্রহণ করেন; **বৈদর্ভ্যাঃ**—রুক্মিণীর; **পাণিম্**—হস্ত; **অচ্যুতঃ**—কৃষ্ণ।

অনুবাদ

[আমরা যা পুণ্য কর্ম করেছি ত্রিজগতের স্রষ্টা অচ্যুত যেন তার দ্বারা সন্তুষ্ট হন এবং বৈদর্ভীর পাণিগ্রহণ করে তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন।

তাৎপর্য

বিদর্ভের ভক্ত নাগরিকগণ তাঁদের সামগ্রিক পুণ্যসঞ্চয় প্রীতিভরে রাজকন্যা রুক্মিণীর প্রতি নিবেদন করলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দর্শন করতে অত্যন্ত উৎসাহী হলেন।

শ্লোক ৩৯

এবং প্রেমকলাবদ্ধা বদন্তি স্ম পুরৌকসঃ ।
কন্যা চান্তঃপুরাৎ প্রাগাদ্ ভটৈর্গুপ্তাম্বিকালয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রেম**—শুদ্ধ প্রেমের; **কলা**—বৃদ্ধি দ্বারা; **বদ্ধাঃ**—আবদ্ধ; **বদন্তি স্ম**—তাঁরা বললেন; **পুর-ওকসঃ**—নগরীর অধিবাসীগণ; **কন্যা**—বধূ; **চ**—এবং; **অন্তঃপুরাৎ**—অন্তঃপুর হতে; **প্রাগাৎ**—গমন করলেন; **ভটৈঃ**—রক্ষীগণ দ্বারা; **গুপ্তা**—সুরক্ষিত; **অম্বিকা-আলয়ম্**—অম্বিকা দেবীর মন্দিরে।

অনুবাদ

তাঁদের ক্রমবর্ধমান প্রেমাভাবে আবদ্ধ হয়ে নগরবাসীগণ এইভাবে বলতে লাগলেন। রক্ষী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে অম্বিকার মন্দির দর্শনের জন্য তখন বধূ অন্তঃপুর ত্যাগ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *কলা* শব্দটির *মেদিনী* অভিধানের এই সংজ্ঞা সমূহ উদ্ধৃত করেছেন—

কলামূলে প্রবৃদ্ধৌ স্যাচ্ছিল্পাদাবংশমাত্রকে ।" *কলা* শব্দটি বলতে বোঝায় 'একটি মূল', 'বৃদ্ধিশীল', 'একটি পাথর' অথবা 'একটি অংশ মাত্র'।"

শ্লোক ৪০-৪১

পদ্ভ্যাং বিনির্যযৌ দ্রষ্টুং ভবান্যাঃ পাদপল্লবম্ ।
সা চানুধ্যায়তী সম্যঙ্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥ ৪০ ॥
যতবাঙ্ মাতৃভিঃ সার্ধং সখীভিঃ পরিবারিতা ।
গুপ্তা রাজভটৈঃ শূরৈঃ সন্নদ্ধৈরুদ্যতায়ুধৈঃ ।
মৃদঙ্গশঙ্খপণবাস্তূর্যভের্যশ্চ জঘ্নিরে ॥ ৪১ ॥

পদ্ভ্যাম্—পদব্রজে; **বিনির্যযৌ**—গমন করেন; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করবার জন্য; **ভবান্যাঃ**—মা ভবানীর; **পাদ-পল্লবম্**—পদ-পল্লবদ্বয়; **সা**—তিনি; **চ**—এবং; **অনুধ্যায়তী**—চিন্তা করতে করতে; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **মুকুন্দ**—কৃষ্ণের; **চরণ-অম্বুজম্**—পাদপদ্ম; **যত-বাক্**—মৌনভাবে; **মাতৃভিঃ**—তাঁর মাতাগণের দ্বারা; **সার্ধম্**—সঙ্গে; **সখীভিঃ**—তাঁর সখীগণ দ্বারা; **পরিবারিতা**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **গুপ্তা**—রক্ষিত; **রাজ**—রাজার; **ভটৈঃ**—সৈন্যদের দ্বারা; **শূরৈঃ**—সাহসী; **সন্নদ্ধৈঃ**—সশস্ত্র ও প্রস্তুত; **উদ্যত**—উদ্যত; **আয়ুধৈঃ**—অস্ত্র দ্বারা; **মৃদঙ্গ-শঙ্খ-পণবাঃ**—মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও পণব; **তূর্য**—তূর্য; **ভের্যঃ**—ভেরী; **চ**—এবং; **জঘ্নিরে**—নিনাদিত।

অনুবাদ

রুক্মিণী মৌনভাবে পদব্রজে ভবানী বিগ্রহের দুই চরণকমল দর্শনের জন্য গমন করলেন। তাঁর মাতৃস্থানীয়া ও সখীগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এবং উদ্যত অস্ত্রধারী

সদাসতর্ক, সাহসী সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি কেবলমাত্র তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে মগ্ন রাখলেন এবং তখন মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ভেরী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হতে লাগল।

শ্লোক ৪২-৪৩

নানোপহারবলিভির্বারমুখ্যাঃ সহস্রশঃ ।
স্রগ্‌গন্ধবস্ত্রাভরণৈর্দ্বিজপত্ন্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪২ ॥
গায়ন্ত্যশ্চ স্তুবন্তশ্চ গায়কা বাদ্যবাদকাঃ ।
পরিবার্য বধূং জগ্মুঃ সূতমাগধবন্দিনঃ ॥ ৪৩ ॥

নানা—বিভিন্ন; **উপহার**—পূজার দ্রব্যাদি দ্বারা; **বলিভিঃ**—এবং অর্ঘ্যসমূহ; **বার-মুখ্যাঃ**—প্রধান বারাঙ্গণা; **সহস্রশঃ**—সহস্র; **স্রক্**—পুষ্প-মাল্য দ্বারা; **গন্ধ**—গন্ধ; **বস্ত্র**—বস্ত্র; **আভরণৈঃ**—এবং অলঙ্কার; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণের; **পত্ন্যঃ**—পত্নীগণ; **স্ব-অলঙ্কৃতাঃ**—অলঙ্কারে বিভূষিতা; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **চ**—এবং; **স্তুবন্তঃ**—স্তুতি করতে করতে; **চ**—এবং; **গায়কাঃ**—গায়কগণ; **বাদ্য-বাদকাঃ**—বাদ্যকারগণ; **পরিবার্য**—সহকারে; **বধূম্**—বধূ; **জগ্মুঃ**—গমন করল; **সূত**—চারণগণ; **মাগধ**—ধারাভাষ্যকারগণ; **বন্দিনঃ**—এবং ঘোষকগণ।

অনুবাদ

সহস্র প্রধান বারাঙ্গনা বিভিন্ন অর্ঘ্য ও উপহার বহন করে অলঙ্কারে বিভূষিতা ব্রাহ্মণপত্নীদের সঙ্গে গান করতে করতে, স্তুতি করতে করতে এবং পুষ্পমাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কার উপহার সামগ্রী বহন করে বধূর পশ্চাতে অনুগমন করেছিলেন। সেখানে পেশাদার গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ, চারণ, ধারাভাষ্যকারগণ ও ঘোষকরাও ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, তাঁর নিজ আবাস থেকে ভবানীর মন্দির পর্যন্ত রুক্মিণী পালকিতে গমন করেছিলেন এবং তাই সহজেই সুরক্ষিত ছিলেন। কেবল শেষ বারো থেকে পনের ফুট, প্রাসাদ থেকে মন্দির চত্বরে তিনি পদব্রজে গমন করেছিলেন, তখন মন্দিরের বাইরে চতুর্দিকে রাজার দেহরক্ষীরা অবস্থান করছিল।

শ্লোক ৪৪

আসাদ্য দেবীসদনং ধৌতপাদকরাম্বুজা ।
উপস্পৃশ্য শুচিঃ শান্তা প্রবিবেশাম্বিকান্তিকম্ ॥ ৪৪ ॥

আসাদ্য—পৌঁছে; **দেবী**—দেবীর; **সদনম্**—আলয়ে; **ধৌত**—ধৌত করলেন; **পাদ**—তাঁর দুই পা; **কর**—এবং দুই হাত; **অম্বুজা**—পদ্মসদৃশ; **উপস্পৃশ্য**—আচমন করে নিয়ে; **শুচিঃ**—শুদ্ধ; **শান্তা**—শান্ত; **প্রবিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **অম্বিকা-অন্তিকম্**—অম্বিকার কাছে।

অনুবাদ

দেবী মন্দিরে পৌঁছে, রুক্মিণী প্রথমে তাঁর হাত ও পা ধৌত করলেন এবং পরে আচমন করলেন। এইভাবে শুদ্ধ ও শান্ত হয়ে তিনি মাতা অম্বিকার কাছে গমন করলেন।

শ্লোক ৪৫

তাং বৈ প্রবয়সো বালাং বিধিজ্ঞা বিপ্রযোষিতঃ ।
ভবানীং বন্দয়াং চক্রুর্ভবপত্নীং ভবান্বিতাম্ ॥ ৪৫ ॥

তাম্—তাঁকে; **বৈ**—বস্তুত; **প্রবয়সঃ**—বয়স্কা; **বালাম্**—বালিকা; **বিধি**—আচার বিধির; **জ্ঞাঃ**—দক্ষ জ্ঞাতা; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণের; **যোষিতঃ**—পত্নীগণ; **ভবানীম্**—দেবী ভবানীর; **বন্দয়াম্ চক্রুঃ**—বন্দনা করালেন; **ভব-পত্নীম্**—ভব দেবের (শিব) পত্নী; **ভব-অন্বিতাম্**—মহাদেব ভবসহ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণের আচার-জ্ঞান-নিপুণ বয়স্ক পত্নীরা বালিকা রুক্মিণীকে পতি ভবদেব সহ আবির্ভূতা দেবী ভবানীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করালেন।

তাৎপর্য

আচার্যগণের মতানুসারে, *ভবান্বিতাম্* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, রুক্মিণী দ্বারা পরিদর্শিত অম্বিকা মন্দিরে মূল অধীশ্বর বিগ্রহ ছিলেন দেবী, যাঁর পতি একজন সঙ্গীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এইভাবে রমণীরা যথাযথভাবে ধর্মীয় আচার পালন করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাষ্যপ্রদান করেছেন যে, *বিধিজ্ঞাঃ* শব্দটি এই অর্থে বুঝতে হবে যে, অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পত্নীরা যেহেতু রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণকে বিবাহের অভিলাষটি জানতেন, তাই *বন্দয়াং চক্রুঃ* ক্রিয়াটি এইভাবে ইঙ্গিত করছে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে যা অভিলাষ করেন তা প্রার্থনা করার জন্য তাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। যাতে দেবী ভবানীর মতো, রুক্মিণীও তাঁর নিত্য সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন।

শ্লোক ৪৬

নমস্যে ত্বাম্বিকেঽভীক্ষ্ণং স্বসন্তানযুতাং শিবাম্ ।
ভূয়াৎপতির্মে ভগবান্ কৃষ্ণস্তদনুমোদতাম্ ॥ ৪৬ ॥

নমস্যে—আমার প্রণতি নিবেদন করি; **ত্বা**—আপনাকে; **অম্বিকে**—হে অম্বিকা; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **স্ব**—আপনার, **সন্তান**—সন্তান; **যুতাম্**—সঙ্গে; **শিবাম্**—শিবের পত্নী; **ভূয়াৎ**—তিনি হউন; **পতিঃ**—পতি; **মে**—আমার; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **তৎ**—তা; **অনুমোদতাম্**—দয়া করে অনুমোদন করুন।

অনুবাদ

[রাজকন্যা রুক্মিণী প্রার্থনা করলেন—] হে দেবাদিদেব শিবের পত্নী মাতা অম্বিকা, আমি নিরন্তর আপনার সন্তানসহ আপনার প্রতি আমার প্রণাম নিবেদন করছি। ভগবান কৃষ্ণ যেন আমার পতি হন। দয়া করে তা অনুমোদন করুন।

শ্লোক ৪৭-৪৮

অদ্ভির্গন্ধাক্ষতৈর্ধূপৈর্বাসঃস্রঙ্মাল্যভূষণৈঃ ।
নানোপহারবলিভিঃ প্রদীপাবলিভিঃ পৃথক্ ॥ ৪৭ ॥
বিপ্রস্ত্রিয়ঃ পতিমতীস্তথা তৈঃ সমপূজয়ৎ ।
লবণাপূপতাম্বূলকণ্ঠসূত্রফলেক্ষুভিঃ ॥ ৪৮ ॥

অদ্ভিঃ—জল দ্বারা; **গন্ধ**—সুগন্ধি দ্রব্য; **অক্ষতৈঃ**—তণ্ডুল; **ধূপৈঃ**—ধূপ দ্বারা; **বাসঃ**—বস্ত্র দ্বারা; **স্রক্**—পুষ্পমাল্য; **মাল্য**—রত্নমালা; **ভূষণৈঃ**—এবং অলঙ্কারসমূহ; **নানা**—বিবিধ; **উপহার**—অর্ঘ্য রাজি; **বলিভিঃ**—এবং উপহারসামগ্রী; **প্রদীপ**—প্রদীপের; **আবলিভিঃ**—সারিবদ্ধ; **পৃথক্**—আলাদাভাবে; **বিপ্র-স্ত্রিয়ঃ**—ব্রাহ্মণ রমণীগণ; **পতি**—পতি; **মতীঃ**—রয়েছে; **তথা**—ও; **তৈঃ**—এই সকল দ্রব্য দ্বারা; **সমপূজয়ৎ**—পূজা সম্পাদন করেছিলেন; **লবণ**—লবণ; **আপূপ**—যবপিষ্টক; **তাম্বূল**—তাম্বূল; **কণ্ঠ-সূত্র**—যজ্ঞসূত্র; **ফল**—ফল; **ইক্ষুভিঃ**—এবং ইক্ষু।

অনুবাদ

এরপর রুক্মিণী, দেবী অম্বিকাকে জল, গন্ধ, তণ্ডুল, ধূপ, বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, রত্নমাল্য, অলঙ্কার ও অন্যান্য বিধিবৎ অর্ঘ্য ও উপহারসামগ্রী এবং সারিবদ্ধ প্রদীপ দ্বারা পূজা করলেন। বিবাহিত ব্রাহ্মণ রমণীগণও প্রত্যেকে যুগপৎ একই দ্রব্য দ্বারা লবণ, যবপিষ্টক, তাম্বূল, যজ্ঞসূত্র, ফল ও ইক্ষুরস অর্ঘ্য দান করে দেবীর পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ৪৯

তস্যৈ স্ত্রিয়স্তাঃ প্রদদুঃ শেষাং যুযুজুরাশিষঃ ।
তাভ্যো দেব্যৈ নমশ্চক্রে শেষাং চ জগৃহে বধূঃ ॥ ৪৯ ॥

তস্যৈ—তাঁকে, রুক্মিণীকে; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **তাঃ**—তাঁরা; **প্রদদুঃ**—দান করলেন; **শেষাম্**—নির্মাল্য; **যুযুজুঃ**—তাঁরা প্রদান করলেন; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **তাভ্যঃ**—তাঁদের; **দেব্যৈ**—এবং বিগ্রহকে; **নমঃ চক্রে**—প্রণাম নিবেদন করলেন; **শেষাম্**—নির্মাল্য; **চ**—এবং; **জগৃহে**—গ্রহণ করলেন; **বধূঃ**—বধূ।

অনুবাদ

রমণীগণ বধূকে নির্মাল্য প্রদান করলেন এবং অতঃপর তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। তিনিও তাঁদের ও বিগ্রহকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং প্রসাদরূপে নির্মাল্য গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ৫০

মুনিব্রতমথ ত্যক্ত্বা নিশ্চক্রামাম্বিকাগৃহাৎ ।
প্রগৃহ্য পাণিনা ভৃত্যাং রত্নমুদ্রোপশোভিনা ॥ ৫০ ॥

মুনি—মৌনতার; **ব্রতম্**—তাঁর ব্রত; **অথ**—অতঃপর; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **নিশ্চক্রাম**—তিনি নির্গত হলেন; **অম্বিকা-গৃহাৎ**—অম্বিকার মন্দির হতে; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **পাণিনা**—তাঁর হাত দিয়ে; **ভৃত্যাম্**—এক দাসীকে; **রত্ন**—রত্নখচিত; **মুদ্রা**—অঙ্গুরীয় দ্বারা; **উপশোভিনা**—বিভূষিত।

অনুবাদ

রাজকন্যা অতঃপর তাঁর মৌনব্রত পরিত্যাগ করে তাঁর রত্নখচিত অঙ্গুরীয় শোভিত হাত দিয়ে এক দাসীকে ধারণ করে অম্বিকা মন্দির ত্যাগ করলেন।

শ্লোক ৫১-৫৫

তাং দেবমায়ামিব ধীরমোহিনীং
সুমধ্যমাং কুণ্ডলমণ্ডিতাননাম্ ।
শ্যামাং নিতম্বার্পিতরত্নমেখলাং
ব্যঞ্জৎস্তনীং কুন্তলশঙ্কিতেক্ষণাম্ ॥ ৫১ ॥
শুচিস্মিতাং বিম্বফলাধরদ্যুতি-
শোণায়মানদ্বিজকুন্দকুড্মলাম্ ।

পদা চলন্তীং কলহংসগামিনীং
সিঞ্জৎকলানূপুরধামশোভিনা ॥ ৫২ ॥
বিলোক্য বীরা মুমুহুঃ সমাগতা
যশস্বিনস্তৎকৃতহৃচ্ছয়ার্দিতাঃ ।
যাং বীক্ষ্য তে নৃপতয়স্তদুদারহাস-
ব্রীড়াবলোকহৃতচেতস উজ্ঝিতাস্ত্রাঃ ॥ ৫৩ ॥
পেতুঃ ক্ষিতৌ গজরথাশ্বগতা বিমূঢ়া
যাত্রাচ্ছলেন হরয়েঽর্পয়তীং স্বশোভাম্ ।
সৈবং শনৈশ্চলয়তী চলপদ্মকোশৌ
প্রাপ্তিং তদা ভগবতঃ প্রসমীক্ষমাণা ॥ ৫৪ ॥
উৎসার্য বামকরজৈরলকানপাঙ্গৈঃ
প্রাপ্তান্ হ্রিয়ৈক্ষত নৃপান্ দদৃশেঽচ্যুতং চ ।
তাং রাজকন্যাং রথমারুরুক্ষতীং
জহার কৃষ্ণো দ্বিষতাং সমীক্ষতাম্ ॥ ৫৫ ॥

তাম্—তাঁর; **দেব**—ভগবানের; **মায়াম্**—মায়া শক্তি; **ইব**—যেন; **ধীর**—ধীর ব্যক্তিগণও; **মোহিনীম্**—মোহিত; **সু-মধ্যমাম্**—যাঁর কটিদেশ সুগঠিত; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল দ্বারা; **মণ্ডিত**—শোভিত; **আননাম্**—যাঁর মুখ; **শ্যামাম্**—নিষ্কলুষ সৌন্দর্য; **নিতম্ব**—যাঁর নিতম্বে; **অর্পিত**—স্থাপিত; **রত্ন**—রত্নখচিত; **মেখলাম্**—মেখলা; **ব্যঞ্জৎ**—প্রকাশিত; **স্তনীম্**—যাঁর স্তনদ্বয়; **কুন্তল**—তাঁর কেশরাশির; **শঙ্কিত**—শঙ্কিত; **ঈক্ষণাম্**—যাঁর নেত্রদ্বয়; **শুচি**—শুদ্ধ; **স্মিতাম্**—হাস্যযুক্ত; **বিম্ব-ফল**—বিম্ব-ফলের মতো; **অধর**—যার ওষ্ঠের; **দ্যুতি**—দীপ্তি দ্বারা; **শোণায়মান**—রক্তিম হয়ে ওঠা; **দ্বিজ**—যাঁর দাঁতগুলি; **কুন্দ**—কুন্দ; **কুড্মলাম্**—কোরক সদৃশ; **পদা**—তাঁর দুই পা দিয়ে; **চলন্তীম্**—গমনশীল; **কল-হংস**—রাজহংসীর মতো; **গামিনীম্**—যাঁর গমনভঙ্গী; **সিঞ্জৎ**—শব্দায়মান; **কলা**—নিপুণভাবে সজ্জিত; **নূপুর**—যাঁর নূপুরের; **ধাম**—দীপ্তি দ্বারা; **শোভিনা**—শোভিত; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **বীরাঃ**—বীরগণ; **মুমুহুঃ**—মোহিত হয়েছিল; **সমাগতাঃ**—সমবেত; **যশস্বিনঃ**—মাননীয়; **তৎ**—এর দ্বারা; **কৃত**—উৎপন্ন; **হৃৎ-শয়**—কামনা দ্বারা; **অর্দিতাঃ**—পীড়িত; **যাম্**—যাঁকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তে**—এই সকল; **নৃ-পতয়ঃ**—রাজাগণ; **তৎ**—তাঁর; **উদার**—উদার; **হাস**—হাস্য দ্বারা; **ব্রীড়া**—সলজ্জ; **অবলোক**—এবং নিরীক্ষণ; **হৃত**—অপহৃত;

চেতসঃ—যাঁর হৃদয়; **উজ্ঝিত**—পরিত্যাগ করে; **অস্ত্রাঃ**—তাদের অস্ত্রশস্ত্র; **পেতুঃ**—তারা পতিত হল; **ক্ষিতৌ**—ভূমিতে; **গজ**—হস্তী; **রথ**—রথ; **অশ্ব**—এবং অশ্ব; **গতাঃ**—স্থিত; **বিমূঢ়াঃ**—বিমূঢ়; **যাত্রা**—শোভাযাত্রার; **ছলেন**—ছলে; **হরয়ে**—ভগবান হরি, কৃষ্ণের প্রতি; **অর্পয়তীম্**—যিনি নিবেদন করছিলেন; **স্ব**—তাঁর নিজের; **শোভাম্**—সৌন্দর্য; **সা**—তিনি; **এবম্**—এইভাবে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **চলয়তী**—পদচারণা করতে করতে; **চল**—গমন করছিলেন; **পদ্ম**—পদ্ম ফুলের; **কোশৌ**—দুটি কোশ (অর্থাৎ তাঁর দুই পা); **প্রাপ্তিম্**—আগমন; **তদা**—তখন; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **প্রসমীক্ষমাণা**—আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষারত; **উৎসার্য**—অপসারণ করে; **বাম**—বাম; **কর-জৈঃ**—তাঁর হাতের নখ দিয়ে; **অলকান্**—তাঁর চুল; **অপাঙ্গৈঃ**—কটাক্ষ দ্বারা; **প্রাপ্তান্**—যাঁরা উপস্থিত; **হ্রিয়া**—সলজ্জভাবে; **ঐক্ষত**—তিনি নিরীক্ষণ করলেন; **নৃপান্**—রাজাগণের প্রতি; **দদৃশে**—তিনি দর্শন করলেন; **অচ্যুতম্**—কৃষ্ণ; **চ**—এবং; **তাম্**—তাঁর; **রাজকন্যাম্**—রাজকন্যা; **রথম্**—তাঁর রথ; **আরুরুক্ষতীম্**—যিনি আরোহণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; **জহার**—হরণ করলেন; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান কৃষ্ণ; **দ্বিষতাম্**—তাঁর শত্রুরা; **সমীক্ষতাম্**—সমক্ষে।

অনুবাদ

ভগবানের মায়াশক্তির ন্যায় মোহিনীরূপে রুক্মিণী উপস্থিত হয়েছিলেন, যিনি বীর ও শান্ত মানুষদেরও মোহিত করেছিলেন। রাজারা এইভাবে তাঁর কুমারী-সৌন্দর্য, তাঁর সুগঠিত কোমর ও তাঁর কুণ্ডল শোভিত মনোরম মুখমণ্ডল অবলোকন করলেন। তাঁর নিতম্ব ছিল রত্নখচিত মেখলায় শোভিত, তাঁর স্তনদ্বয় ছিল সদ্য মুকুলিত, এবং তাঁর দুই চোখ যেন ছিল তাঁর কেশরাশিতে শঙ্কিত। তিনি মধুরভাবে হাসছিলেন, তাঁর কুন্দ-কোরকের মতো দন্তরাজি তাঁর বিম্বরক্তিম অধরের দীপ্তিকে প্রতিফলিত করছিল। তিনি যখন রাজহংসীর মতো গতিতে পাদচারণা করছিলেন তখন তাঁর শব্দায়মান নূপুরের প্রভা তাঁর পদযুগল শোভিত করছিল। তাঁকে দর্শন করে সমবেত বীরগণ সম্পূর্ণ মোহিত হয়েছিলেন। তাঁদের হৃদয় কামনায় বিদীর্ণ হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে, রাজারা যখন তাঁর উদার হাস্য ও সলজ্জ দৃষ্টিপাত লক্ষ্য করলেন, তখনই তারা হতবুদ্ধি হয়েছিলেন, তাঁদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তাঁদের হস্তী, রথ ও অশ্ব থেকে সংজ্ঞাহীনরূপে তাঁরা ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন। শোভাযাত্রার ছলে রুক্মিণী কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই তাঁর সৌন্দর্য প্রদর্শন করছিলেন। ভগবানের আগমন প্রতীক্ষায়, ধীরে ধীরে তিনি তাঁর পদ্ম-কোরক সদৃশ দুই পা পরিচালনা করছিলেন। তাঁর বাম হাতের আঙ্গুলের নখ দ্বারা তিনি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে কেশরাশি অপসারিত করলেন এবং সলজ্জভাবে

কটাক্ষপাত করে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান রাজাদের অবলোকন করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি কৃষ্ণকে দর্শন করলেন। তখন, তাঁর শত্রুগণের সমক্ষে, তাঁর রথারোহণে আগ্রহী রাজকন্যাকে ভগবান হরণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, রুক্মিণী উদ্বিগ্ন ছিলেন যে তাঁর কেশরাশি হয়ত তার দৃষ্টির প্রতিবন্ধক হবে, কারণ তিনি তাঁর প্রিয়তম কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। অভক্ত ও অসুরেরা ভগবানের ঐশ্বর্যসমূহ দর্শন করে মোহিত হয় এবং মনে করে যে, তাঁর শক্তি তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তির এক প্রকাশ যে রুক্মিণী, তিনি কেবলমাত্র ভগবানের জন্যই সুনির্দিষ্ট ছিলেন।

শ্যামা রূপে পরিচিত রমণীর ধরন বর্ণনা করার জন্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

শীতকালে ভবেদুষ্ণা উষ্ণকালে তু শীতলা ।
স্তনৌ সুকঠিনৌ যস্যাঃ সা শ্যামা পরিকীর্তিতা ॥

"যে রমণীর স্তন অত্যন্ত দৃঢ় এবং যখন তাঁর উপস্থিতিতে কেউ শীতকালে উষ্ণতা ও গ্রীষ্মকালে শীতলতা অনুভব করে, তখন সেই রমণীকে *শ্যামা* বলা হয়।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করছেন যে, যেহেতু রুক্মিণীর সুন্দর রূপ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির একটি প্রকাশ, অভক্তরা তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাই রুক্মিণীর একটি প্রকাশ, ভগবানের মায়া শক্তিকে দর্শন করে বিদর্ভে সমবেত বীর রাজারা কামনা দ্বারা ক্ষোভিত হয়েছিলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে কেউই ভগবানের নিত্য সঙ্গিনীর প্রতি কামভাব পোষণ করতে পারে না, কারণ যখনই কারও মন কাম দ্বারা কলুষিত হয়, তখনই মায়ার আচ্ছাদন তাকে চিন্ময় জগতের দিব্য সৌন্দর্য ও তার অধিবাসীদের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে।

শেষ পর্যন্ত, শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী অপাঙ্গ নয়নে অন্যান্য রাজাদের দিকে অবলোকন করার জন্য লজ্জা অনুভব করেছিলেন, কারণ তিনি ঐসব নিকৃষ্ট মানুষের দৃষ্টিপাতের সঙ্গে মিলিত হতে চাননি।

শ্লোক ৫৬

রথং সমারোপ্য সুপর্ণলক্ষণং
রাজন্যচক্রং পরিভূয় মাধবঃ ।

ততো যযৌ রামপুরোগমঃ শনৈঃ
শৃগালমধ্যাদিব ভাগহৃদ্ধরিঃ ॥ ৫৬ ॥

রথম্—তাঁর রথে; **সমারোপ্য**—তাকে উত্তোলন করে; **সুপর্ণ**—গরুড়; **লক্ষণম্**—চিহ্নিত; **রাজন্য**—রাজাদের; **চক্রম্**—চক্র; **পরিভূয়**—পরাজিত করে; **মাধবঃ**—কৃষ্ণ; **ততঃ**—সেখান থেকে; **যযৌ**—গমন করলেন; **রাম**—রাম দ্বারা; **পুরঃ-গমঃ**—পুরোভাগে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **শৃগাল**—শৃগালের; **মধ্যাৎ**—মধ্য হতে; **ইব**—ন্যায়; **ভাগ**—তার অংশ; **হৃৎ**—নিয়ে চলে যাওয়া; **হরিঃ**—একটি সিংহ।

অনুবাদ

গরুড় চিহ্নিত ধ্বজাবাহী তাঁর রথে রাজকন্যাকে উত্তোলন করে, ভগবান মাধব রাজাদের চক্রকে পরাজিত করলেন। যেভাবে কোনও সিংহ শৃগালদের মধ্য থেকে তার শিকার নিয়ে চলে যায়, সেইভাবে বলরামের নেতৃত্বে তিনি ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৫৭

তং মানিনঃ স্বাভিভবং যশঃক্ষয়ং
পরে জরাসন্ধমুখা ন সেহিরে ।
অহো ধিগস্মান্ যশ আত্তধন্বনাং
গোপৈর্হৃতং কেশরিণাং মৃগৈরিব ॥ ৫৭ ॥

তম্—সেই; **মানিনঃ**—আত্মাভিমানী; **স্ব**—তাদের; **অভিভবম্**—পরাজয়; **যশঃ**—তাদের সম্মান; **ক্ষয়ম্**—ক্ষয়; **পরে**—শত্রুগণ; **জরাসন্ধ-মুখাঃ**—জরাসন্ধপ্রমুখ; **ন সেহিরে**—সহ্য করতে না পেরে; **অহো**—আহ্; **ধিক্**—নিন্দা; **অস্মান্**—আমাদের উপর; **যশঃ**—যশ; **আত্ত-ধন্বনাম্**—ধনুর্ধারীর; **গোপৈঃ**—গোপগণ দ্বারা; **হৃতম্**—অপহৃত; **কেশরিণাম্**—সিংহের; **মৃগৈঃ**—ক্ষুদ্র প্রাণীদের দ্বারা; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

জরাসন্ধ প্রমুখ ভগবানের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন রাজারা এই অবমাননাকর পরাজয় সহ্য করতে পারেননি। তাঁরা বিস্মিত হয়ে বললেন, "ওহ্, আমাদের ধিক! যদিও আমরা বলশালী ধনুর্ধারী, তবুও ঠিক যেন ক্ষুদ্র প্রাণীর দ্বারা সিংহের সম্মান অপহরণ করার মতো, সামান্য গোপগণ আমাদের সম্মান অপহরণ করল!"

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের শেষ দুটি শ্লোক থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, অসুরদের বিকৃতবুদ্ধি বাস্তবের ঠিক বিপরীতভাবে বিষয়টি তাদের হৃদয়ঙ্গম করায়। স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শৃগালদের মধ্য থেকে একটি সিংহের শিকার গ্রহণ করার মতো কৃষ্ণ রুক্মিণীকে অপহরণ করেছিলেন। অসুরেরা তবুও নিজেদের সিংহ রূপে এবং শ্রীকৃষ্ণকে একটি নিকৃষ্ট জীব রূপে দর্শন করেছিল। কৃষ্ণভাবনা ব্যতীত এইভাবে জীবন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করলেন' নামক ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।